দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাক্রম ঃ জিয়ান-কাঠি ও মরণ-কাঠি

নায়ীম উদ্দিন আহমেদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিক্ষার পরিবেশকে অনুকূল করার স্বার্থে যে জিনিসটার প্রয়োজন সর্বাধিক, তা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমি, ভবনাদি, আসবাবপত্র, পাঠ্যসামগ্রী এবং লব্ধ ভৌত সুবিধাদির ব্যবহার সম্পর্কীয় সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক; স্কুল ম্যানেজিং কমিটি; গভর্নিং বডি; শিক্ষাবোর্ড; মাউশি অধিদপ্তর; শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়; আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে Education Code -এর কপি অবশ্যই দিতে হবে। Action Research-এর মাধ্যমে সকল ম্যানেজিং কমিটি গভর্নিং বডি, পেরেন্ট-টিচার এসোসিয়েশন প্রভৃতি গঠন; Output-based Research-এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের recognition/ affiliation প্রভৃতি দেয়া; Result-oriented Research-এর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ভর্তুকি প্রদান; Job Description-এর মাধ্যমে শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, উপাধ্যক্ষ এবং প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ প্রমুখের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিরূপণ; এবং উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা একাডেমিক তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ইত্যাদি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রশাসকগণের ওপর অর্পিত দায়িত্বগুলো সার্বিকভাবে পালন সম্পূর্ণরূপে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের-ওপর নির্ভরশীল। চেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে দক্ষতা অর্জিত হয় এবং আন্তরিকতার সহিত দীর্ঘকাল কাজ করলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। কিন্তু মূল্যবোধ অমূর্ত ধরনের, তাই এই গুণাবলী অর্জন যেমন কঠিন তেমনি এর আত্মস্থকরণও অতি দুরূহ। জবাবদিহিতার মত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কার্যকলাপে স্বচ্ছতা থাকার অর্থ হচ্ছে তাদের কার্যকলাপ পরস্পরের নিকট পরিদৃশ্যমান হবে। কারিকুলাম্-এর অতি গুরুত্বপূর্ণ Component হচ্ছে শিক্ষক, তিনিই পরিবর্তনের অনুঘটক। শিক্ষক সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নকালে আমরা যেগুলোর ওপর জোর দেবো সেগুলো হচ্ছে ঃ ক) বিভিন্ন স্টেজে একজন শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ; খ) চাকুরী-পূর্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য Scheme প্রণয়ন; গ) Recruitment Rules প্রণয়ন, সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান; ঘ) চাকুরীকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের Scheme গঠন; ঙ) শিক্ষকের Professional Growth-এর জন্য পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ; চ) Teaching Methodology স্থিরিকরণ, ছ) বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকগণের কার্যাবলীর প্রকৃতি ও পরিধি নির্ধারণ ও তাদের কার্যকলাপের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ; এবং জ) শিক্ষকের কার্যসম্পাদনের উন্নয়ন ও মান নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত Mechanism উদ্ভাবন।।

ওপারের প্রতিটি অংশই অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের ওপরই পিএইচ-ডি করা যেতে পারে। আমাদের প্রয়োজন শিক্ষকের-Quality Teacher এর। কিন্তু আমরা সবাই কী উপযুক্ত মানসম্পন্ন শিক্ষক? স্পর্ধা নেই বলার যে, বেশীর ভাগই Poorly Qualified; তবে এতে কোনই সন্দেহ নেই যে আমরা অনেকেই Inadequately Educated যাদের সময় নেই, শক্তি নেই, যোগ্যতাও নেই। আর সেজন্যই শিক্ষার সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে- ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর অনন্য উচ্চারণে- "গ্লানিকর, যান্ত্রিক, বাধ্যতামূলক ও নিরানন্দ একটি প্রক্রিয়া"। অনেকটা যেনঃ "A heavily loaded static vehicle to be moved by unwilling horses". (Principal Abu-Hena)। কিন্তু আমাদের তো হতাশ হলে চলবে না। শিক্ষকই যে আমাদের শেষ ভরসা। কারিকুলামরূপী রিলে রেসে শিক্ষকই হচ্ছেন চারজনের মধ্যে সর্বশেষ বেটন্-ধারী দৌড়বিদ, যার ওপরেই বিশেষভাবে নির্ভরশীল একটি দলের জয়-পরাজয়। শিক্ষকের পরে প্রকৃতপক্ষে আর কেউ থাকেন না যিনি কারিকুলাম্ এর দোষ ত্রুটি সংশোধন করবেন। কাজেই শিক্ষক নিযুক্তির Solid নীতিমালা দরকার। দরকার এজন্য যে, শিক্ষাজগতে একজনের মেধা অন্যজনের মাঝে স্থানান্তরিত হয়। কাজেই শিক্ষক নিজেই যদি মেধাহীন হন, তবে ছাত্রের মেধার বিকাশ ঘটবে কীভাবে? এজন্যই যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই হতে হবেঃ "Cruel only to be kind"। যেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য, ছাত্রের মাঝে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনার মাধ্যমে তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা, তাই মাঝে মাঝে মূল্যায়নের মাধ্যমে যাচাই করা হয়, সে সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা। এই যে Evaluation, এর মাধ্যমে শুধু ছাত্রই নয়, সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থারও মূল্যায়ন হয়ে থাকে (What things are and what they ought to be)।

আমরা মনে করি, কারিকুলাম-এর নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে একটি সর্বোচ্চ Body থাকা দরকার। জাতীয় বিবেক হিসেবে, Composite Wisdom-এর ধারক ও বাহক হিসেবে, Think Tank গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে ছাত্রের মাঝে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসছে কিনা, সে দক্ষতা অর্জন করছে কিনা, সে মূল্যবোধে উজ্জীবিত হচ্ছে কিনা, শৈশব ও কৈশোরে আহরিত গুণাবলী তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা এবং না হলে কেনই বা তা হচ্ছে না- গলদ কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকেই হয়ত বলে উঠবেন কারিকুলাম্-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তো কাজ করেছেন, বসে তো আর কেউ নেই। তাহলে আবার Think Tank-এর প্রয়োজনটা কী? এ ব্যাপারে আমাদের অভিমত হচ্ছে ঃ মূল্যায়ন কমিটি তার কাজ করে যাবে, ভাল কথা। অন্যান্য কমিটিগুলোও তাদের কাজ করে যাবে, খুবই ভাল কথা। কিন্তু তাদের কার্যকলাপে যে অপূর্ণতা থেকে যাবে, যে ভুল-ত্রুটি রয়ে যাবে, সেগুলো তাদেরকে ধরিয়ে দেবে কে? কে তাদেরকে গাইড্ করবে? আগেই বলা হয়েছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম্ একটি সদা চলমান প্রক্রিয়া। সমাজ বদলাচ্ছে অতি দ্রুত, শিশুও বদলাচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে, তথ্য-প্রযুক্তি তামাম দুনিয়াকে এনে ফেলছে আমাদের হাতের মুঠোয়। এসবের প্রেক্ষিতে কারিকুলাম্ও বদলাবে ঘন ঘন। সেজন্যই তো নিত্য-নতুন চিন্তা-ভাবনার দরকার। কিন্তু এই চিন্তা-ভাবনাটা করবে কে? শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রশাসনিক দিক নিয়ে প্রায় সার্বক্ষণিকই মাথা ঘামাতে হয়, তাই ইচ্ছা থাকলেও একাডেমিক দিক পূর্ণভাবে দেখতে পারে না। এজন্যই Think Tank-এর প্রস্তাব।

বলিনি যে, এনসিটিবি নেই, আছে এবং বহাল তবিয়তেই থাকুক, এই কামনা করি। আঁধার যেমন তার আধেয়-এর গৌরবেই গৌরবান্বিত হয়ে থাকে, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবনে গর্ব করার মত নিশ্চয়ই প্রচুর বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যাঁরা কারিকুলাম্ সম্পর্কে সার্বক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা হয়ত করেন। তবুও আমরা সবিনয়ে বলবো, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক নবায়নকৃত কালিকুলাম্-এ বর্ণিত গুণাবলীর প্রতিফলন সুখপ্রদ হলেও এতে আত্মসন্তুষ্টির কোনই অবকাশ নেই, কেননা কারিকুলাম-এর প্রকৃতি অতি ব্যাপক এবং এর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। তাছাড়া, কালিকুলাম্ উন্নয়নে কেউই কোনদিন Perfection-এ পৌঁছাতে পারবে না এবং এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। Perfection-এ পৌঁছানোর দাবী সম্পূর্ণ অলীক ও অবান্তর, কেননা মানোন্নয়নকল্পে Perfection-এর Concept অবিশ্রামভাবে সংশোধিত হচ্ছে। এ যেন সোনার হরিণের মতই অধরা। তবে Excellence যেহেতু attaintable, তাই কারিকুলাম্ সম্পর্কীয় সর্বশেষ ধারণা ও অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকা ও নিরন্তর প্রয়াসের মাধ্যমে Excellence-এ উপনীত হওয়া যায় এবং এভাবেই আমরা Perfection-এর ক্রমাগত নিকটবর্তী হতে পারি। আর এজন্যই কারিকুলাম্ পরিমার্জন, সংশোধন ও হালনাগাদকরণ-এর অবকাশ, যতই বলা হোক না কেন, থেকেই যাবে চিরটিকাল। প্রকৃতি থেকেই কারিকুলাম্-এর ধারণা এসেছে। আনুষ্ঠানিক কালিকুলাম্ কে এবং কবে উপহার দিয়েছে তা গবেষণার বিষয়বস্তু এবং তা সর্বজন স্বীকৃত নাও হতে পারে। তাই বলা যায়, কারিকুলাম্-এর শুরু যেমন নেই, নেই তেমনি এর শেষও। কারিকুলাম্ একটি নিবর্তুক ও অমূর্ত বিষয়, এটিকে মূর্তভাবে প্রকাশ করা অতীব কঠিন। এতে মতভেদ থাকবেই। তবে অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে মতভেদের দূরত্ব ক্রমাগত কমে আসে। আর সে জন্যই ধীরে, অতি ধীরে, বিভিন্ন ইতিবাচক কার্যকলাপের মাধ্যমে একটু-একটু করে এগুতে হবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে যে সূর্যের উদয় হয়েছিল একদিন- আমাদের প্রপিতামহের যৌবনে শতাব্দীর সে গৌরবরবি চলে গেছে পশ্চিমের আড়ালে। আজ আমরা নতুন সূর্যের মুখোমুখি। গতানুগতিক চিন্তাধারার পাট্ চুকে গেছে অনেক আগেই, দরকার নতুনতর চিন্তার, প্রয়োজন নবতর উদ্ভাবনীর। আজকের শ্রমবাজার কেবলমাত্র স্থানীয় শ্রমবাজার হয়েই বসে নেই, তাকে দেখতে হবে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। একই সঙ্গে প্রযুক্তিও হয়ে পড়ছে আন্তর্জাতিক ধাচে। প্রযুক্তির এহেন দ্রুত পরিবর্তনে আজকের চাহিদারও অনিবার্য দাবী হচ্ছে দক্ষতার নিবরচ্ছিন্ন শাণিতকরণ। ইতিহাসের এহেন ক্রান্তিলগ্নে, বিশ্বায়নের এই তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যে জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্য আমাদের সকল সেবা ও কর্মকে উন্নীত করতে হবে বিশ্বমানদণ্ডে। শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রত্যেক সচেতন ও দেশপ্রেমিক মানুষকে তাদের সম্মিলিত মেধা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগাতে হবে। হাতে হাতে যে কোন রাষ্ট্রীয় মঙ্গলজনক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজ আর মান-অভিমানের সময় নেই, কেননা ইতোমধ্যেই আমরা অনেক দেরী করে ফেলেছি।

আমরা সেই ধরনের Need-based কারিকুলাম্ চাই যার মাধ্যমে বেরিয়ে আসা ছাত্ররা অধুনা বিশ্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে চাকুরীর বাজারে সম্মানজনক কর্মসংস্থান করতে পারবে। কেবল শ্রমিকের চাকুরী নিতে বিদেশে ছুটবে না। আমরা কখনোই চাইবো না, বাংলাদেশ ও শ্রমিক- এ দুটো শব্দ যেন সমার্থক হয়।

আমরা সেই ধরনের কারিকুলাম চাই যার মাধ্যমে একটি ছেলে বা মেয়ে বড় হয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক শীর্ষদেশে অবস্থান করেও শ্রমের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন্-এর মত সাধারণ একজন কর্পোরালকে বলতে পারবেন ঃ "Mr Corporal, when you have another such job and you have not men enough, send for your Commander-in-Chief and I shall gladly come to help you for a second time."

আমরা সেই ধরনের শিক্ষাক্রম চাইবো, যে মূল্যবোধ-সিঞ্চিত কারিকুলাম্-এর মধ্য দিয়ে এমন ছেলে-মেয়ে বেরিয়ে আসবে যাদের মধ্যে দরিদ্রতমের মধ্যে দরিদ্র ছেলেটাও জনমানবশূন্য রাস্তায় পড়ে থাকা পাঁচশ টাকার নোটের বান্ডিল দেখেও তা ছোঁবে না। পড়ে থাকা সোনার নেক্লেশেও হাত দেবে না। এই ধরনের সংবাদ যখন সেই শিক্ষক মহোদয়ের কানে যাবে, যখন তিনি শুনবেন যে তাঁর স্কুলের অমুক ছেলেটি- যে ছাত্রটি পরিবারের বেশীর ভাগ মানুষই অভাবের তাড়নায় প্রায়ই না খেয়ে থাকে- সেই বাড়ির সেই হতদরিদ্র ছেলেটি নির্জন রাস্তায় পড়ে থাকা পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিল ধরেনি অথবা পেয়েও সেটা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিয়েছে টাকাটার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য, তখন কী স্থির থাকতে পারবেন? তাঁর দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বইতে শুরু করবেঃ One of the eyes will be Laden with grief and the other will be tearful in sheer joy- the joy of creating something new, great, noble, grand, august, profound, magnificent and sublime! এখানেই OSMOSIS এর কথা আসছে। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি ঃ ছাত্রের জন্যই কারিকুলাম্ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, এর বিপরীতটা কখনোই নয়। ছাত্রকে বাদ দিয়ে যে কোন সমস্যা সমাধানে যা কিছুই করা হোক না কেন, তা হবে অনেকটা যেন ঃ "It's like trying to empty a bath-tub with a tea spoon while the tap in running" ধরনের।

কারিকুলাম্ এমনই একটি ক্ষেত্র যার উন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার প্রয়োজন, intuition-এর মাধ্যমে জোড়া-তালি দিয়ে কাজটি হবার নয়। সেজন্যই রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে এই ব্যাপারে যে কোন পরিমাণ অর্থই ব্যয় করা হোক না কেন,

কারিকুলাম্ একটি নিবর্তুক ও অমূর্ত বিষয়, এটিকে মূর্তভাবে প্রকাশ করা অতীব কঠিন। এতে মতভেদ থাকবেই। তবে অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে মতভেদের দূরত্ব ক্রমাগত কমে আসে। আর সে জন্যই ধীরে, অতি ধীরে, বিভিন্ন ইতিবাচক কার্যকলাপের মাধ্যমে একটু-একটু করে এগুতে হবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে যে সূর্যের উদয় হয়েছিল একদিন- আমাদের প্রপিতামহের যৌবনে শতাব্দীর সে গৌরবরবি চলে গেছে পশ্চিমের আড়ালে। আজ আমরা নতুন সূর্যের মুখোমুখি। গতানুগতিক চিন্তাধারার পাট্ চুকে গেছে অনেক আগেই, দরকার নতুনতর চিন্তার, প্রয়োজন নবতর উদ্ভাবনীর। আজকের শ্রমবাজার কেবলমাত্র স্থানীয় শ্রমবাজার হয়েই বসে নেই, তাকে দেখতে হবে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে।